এপিটাফ

প্রমোদ বসু

বাঁচতে চেয়েছিলাম বড় বেশি, কিন্তু আমায় কিছুতেই
বাঁচতে দিল না।
ঘুটঘুটে এক অন্ধকার।

আমি তার কালো পায়ের নীচে
মাথা নিচু করতে পারিনি বলে
সে আমায় পৌঁছতে দিল না কক্ষনও
আজ এই সকাল পর্যন্ত।

কালো গুলগুলে চোখে, আগুনরাঙা সর্পিল দৃষ্টিতে
প্রত্যেক প্রহরে প্রহরে
মারতে মারতে মারতে
সে আমায় এনে তুললো
রাত্রির চেয়ে গাঢ় এক বিবরের মুখে,
সেখানে অকারণ পুলকে খেলা করে
পৃথিবীর অজস্র কঙ্কাল।

হিমঘরের অসহ্য ঠান্ডায়
সাদা বরফের বিছানায় এই যে ফ্যাকাশে শরীর আমার,
হে শবব্যবচ্ছেদের বন্ধু,
টুকরো টুকরো করার আগে তুমি অন্তত
জেনে নাও আজ
চলে যাবার আগে আমিও প্রাণপণ
চেয়েছিলাম
আজ এই সকালবেলার আলোয় পৌঁছতে।

কিন্তু এভাবে নয়, এভাবে নয়।

মানুষের ভবিষ্যৎ

পঞ্চানন রায়চৌধুরী

সব কাক এক সুরে গায়,
সব গরু বলে এক ভাষা,—
মানুষই আলাদা ভাষা বলে
মুছে দেয় মিলনের আশা!

কোনও পাখি ভজে না ঈশ্বর,
ঈশ্বর ভজে না পশু প্রাণী,—
আলাদা ঈশ্বর ভজে ভজে
মানুষেরা করে হানাহানি!

সব পাখি বাধাবন্ধহারা,
সব পশু মুক্ত স্বাধীন,—
মানুষই পাতে সংসার
তাই তারা চির পরাধীন!

মানুষের অতীতই আছে
বর্তমান বড় ক্ষণস্থায়ী,—
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাই—
মানুষেরা করে খাওয়া-খায়ি।

প্রথম বৃষ্টি

অপূর্বকুমার কুন্ডু

প্রথম বৃষ্টির ছড়ায় ধুলোর ঘ্রাণ,
স্তব্ধ গাছেরা কী দারুণ উৎসুক।
একা চাতকের ফটিক - জলের গান,
ক্রমশঃ শীতল কঠিন মাটির বুক।

জলকে চলার বিকেলটা যেই আসে
প্রথম বৃষ্টি আঁচলে নামে কি তার!
দু'চোখে স্বপ্ন দূরাগত মেঘ ভাসে,
আহা মেঘদূত খবর কি রাখে তার।

প্রথম বৃষ্টি বকুল বাতাসে ঝ'রে,
পূর্ব মেঘের সুগভীর ছায়াপাত
ফুল্ল কদম জাগে যে নতুন করে...
পূর্ণতা পাক বিরহী যক্ষ হতে।

প্রথম বৃষ্টি নেমে এসো তুমি পথে,
চোখের পাতায় বৃষ্টির জল ধরা।
প্রথম বৃষ্টি সজল মেঘের রথে...
দাঁড়ালো যখন, নদীও কলস্বরা!!

দূর পরবাসে

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই দশকেরও বেশি তুমি নেই নীল বাড়িটিতে।
রেওয়াজ - ঘরেতে পড়ে বে -তার তানপুরা, গোটানো গালিচা।
পুঁতির বটুয়াখানি ম্রিয়মাণ কুলুঙ্গির কোনে।
হাতঘড়ি নিশ্চল, বাকরুদ্ধ হারমোনিয়াম।

হাওয়া এসে হা-হা স্বরে জানালায় সাড়া নিয়ে যায়
বিশুষ্ক বিবর্ণ পাতা অনুপ্রবেশকারী হয়ে আসে।
চাঁপা সৌরভে সেই দেহ-গন্ধ দূর পরবাসে।